



224032 - ঈদরে নামাযে তাকবীরে সংখ্যা নিয়ে মতানকৈযরে কারণে তারা সে ইমামরে পছিনে নামায পড়েনা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ঈদরে নামাযে তাকবীর ক'ি টি; নাকি ১২ টি? কারণ এখানে এ মাসয়ালা নিয়ে হানাফী মাযহাবরে অনুসারী ও সালাফীদরে মধ্যে তীব্র বরোধে হচ্ছে। সালাফীরা বলেন: ‘তারা কিছুতই হানাফীদরে পছিনে নামায পড়বে না; যদি তারা দুই রাকাত নামায ১২ তাকবীর দিয়ে পড়তে প্রস্তুত না থাকে’। অবস্থা দেখে বুঝা যাচ্ছে হানাফীরা এটিকরতে প্রস্তুত নয়। এ কারণে একই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঈদরে নামায দুইবার পড়া হয়। এ ব্যাপারে শরয়িতরে হুকুম ক'ি এ ক্ষেত্রে কোন মধ্যমপন্থী সমাধানে পৌঁছা ক'ি সম্ভব; যাতে করে এক ঈদরে নামায হানাফী মাযহাব অনুযায়ী পড়া হবে এবং দ্বিতীয় ঈদরে নামায সালাফী মাযহাব অনুযায়ী পড়া হবে?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

সারকথা

হল: দুই

ঈদরে নামাযে

তাকবীরে

সংখ্যা নিয়ে

মতভেদে করে

মুসলমানদরে

মাঝে

বচ্ছিন্নতা

সৃষ্টি করা ও

আলাদা নামায

কায়মে করা জায়যে

নয়। কারণ ঈদরে

নামায দুইবার

পড়া এবং

প্রত্যেকে দল



নজিদেরে মতানুযায়ী
আলাদাভাবে
নামায আদায়
করা গর্হতি
বদিআত। এটি মুসলমানদেরকে
বচ্ছিন্ন
করে দবি—
এটা কারো কাছে
অজ্ঞাত নয়।
শরিয়ত এ ধরণে
গর্হতি কাজরে
অনুমোদন দিতে
পারে না কথিবা
সুন্নাহ হতে
এ ধরণে কোন
নর্দিশেনা
আসতে পারে না।

তাই
এ ধরণে কোন
কথা বলা জায়যে
হবে না য়ে,
আমরা সালাফী
পদ্ধতিতে
একবার নামায
আদায় করব এবং
আরকেবার
হানাফি



পদ্ধতিতে

নামায আদায়

করা হবে। বরং

সকলই একই

পদ্ধতিতে

নামায আদায়

করতে আদর্শিট।

সটো নবী

সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ও তাঁর

সাহাবীবর্গের

পদ্ধতি এবং যবে

পদ্ধতির উপর

আবু হানফিা,

মালকে,

শাফয়ে, আহমাদ

মুসলমি

উম্মাহর প্রমুখ

ইমামগণ

অতবাহতি

হয়ছেন। আর যবে

বসিয়গুলতো

সাহাবায়বে

করোম ও

ওলামায়বে

করোম মতভদে

করছেন সসেব

ইখতলিাফে



ক্ষত্রে
আমাদের
হৃদয়গুলো
প্রশস্ত থাকা
উচিত।

আমরা
আল্লাহর কাছে
প্রার্থনা
করছি তিনি যেন
মুসলমানদেরকে
সত্যের উপর
ঐক্যবদ্ধ করে
দেন এবং তাদের
হৃদয়গুলো একীভূত করে দেন।

আল্লাহই
ভাল জানেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

এটি একটি ইজতাহদী মাসয়ালা। এ নিয়ে সাহাবায়েরোম, তাবয়ী ও পরবর্তী ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য আছে এবং এ মাসয়ালায় ১০টিরও অধিক মতামত রয়েছে।

‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া’ (১৩/২০৯) তে এসছে-

মালকৌ ও হাম্বলি মাযহাবের আলমেগণ বলেন: ঈদরে নামাযের প্রথম রাকাত তাকবীর সংখ্যা ৬টি এবং দ্বিতীয় রাকাত ৫টি। এটি মদিনার সাত ফকীহ, উমর ইবনে আব্দুল আযযি, যুহরী ও মুযানি থেকে বর্ণিত আছে।

বুঝা যাচ্ছে- প্রথম রাকাত তাকবীরে তাহরীমাক তে তারা সপ্তম তাকবীর হিসেবে গণ্য করেন এবং দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর তাকবীরকে তারা বর্ণিত পাঁচটি তাকবীরের অতিরিক্ত তাকবীর হিসেবে গণ্য করেন।

আর হানাফী মাযহাবের অভিমত ও এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদের মত হচ্ছে: দুই ঈদরে নামাযে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর দিতে হবে। প্রথম রাকাত ৩ তাকবীর, দ্বিতীয় রাকাত ৩ তাকবীর। এটি ইবনে মাসউদ (রাঃ), আবু মুসা আশআরী (রাঃ), হুযাইফাতুল ইয়ামান (রাঃ), উকবা বনি আমরে (রাঃ), ইবনে যুযায়ের (রাঃ), আবু মাসউদ আল-বদরী (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), মুহাম্মদ বনি সরিনি (রহঃ), ছাওরী (রহঃ), কুফার আলমেগণ ও এক বর্ণনা মতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অভিমত।

শাফয়ে মাযহাবের আলমেগণ বলেন: প্রথম রাকাত অতিরিক্ত তাকবীর ৭টি এবং দ্বিতীয় রাকাত ৫টি।

আইনী (রহঃ) অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যার ব্যাপারে ১৯ টি উক্তি উল্লেখ করছেন...।[সমাপ্ত]

শাওকানী (রহঃ) বলেন: দুই রাকাত ঈদরে নামাযের তাকবীরের ব্যাপারে ও তাকবীর দয়ের স্থানের ব্যাপারে আলমেগণের ১০ অভিমত রয়েছে। এক. প্রথম রাকাত ক্বরীতের আগে ৭ তাকবীর দবি এবং দ্বিতীয় রাকাত ক্বরীতের আগে ৫ তাকবীর দবি। ইরাকী বলেন: এটি অধিকাংশ সাহাবী, তাবয়ী ও ইমামদের অভিমত। দুই. প্রথম রাকাত তাকবীরে তাহরীমা ৭ তাকবীরের মধ্যে গণ্য— এটি ইমাম মালকে, আহমাদ ও মুযানির অভিমত।

তনি. প্রথম রাকাত ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাত ৭ তাকবীর। আনাস বনি মালকে (রাঃ), মুগরি বনি শূবা (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইবনুল মুসায়্যবি (রহঃ) ও নাখারী (রহঃ) থেকে এ মতটি বর্ণিত আছে।

চার. প্রথম রাকাত তাকবীরে তাহরীমার পর ক্বরীতের আগে ৩ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাত ক্বরীতের পর ৩ তাকবীর। এটি একদল সাহাবী, ইবনে মাসউদ (রাঃ), আবু মুসা (রাঃ) ও আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে এবং এটি ইমাম ছাওরী (রহঃ) ও ইমাম আবু হানফা (রহঃ) এর অভিমত...।[নাইলুল আওতার (৩/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

এ বিষয়ে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হচ্ছে- আয়শো (রাঃ) এর হাদিস: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহার নামাযে প্রথম রাকাত ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাত ৫ তাকবীর দতিনে।”[সুনানে আবু দাউদ (১১৪৯), আলবানী সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে এ হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করছেন এবং এটি অধিকাংশ আলমেদের অভিমত]

ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) বলেন:



দুই ঈদরে নামাযরে ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ‘হাসান’ সনদে বহু রঙেয়ায়তে রয়েছে, যা, তিনি প্রথম রাকাতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে ৫ তাকবীর দিয়েছেন। কিন্তু, সাহাবায়ে করোম এ নিয়ে তীব্র মতানৈক্য করছেন। অনুরূপভাবে তাবয়ীগণ এ নিয়ে মতভেদে করছেন। [তামহীদ (১৬/৩৭-৩৯) থেকে সমাপ্ত]

আরও জানতে দেখুন: 36491 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

এ ধরণে মাসয়ালাতে মতবিরোধ করার যথাযথ সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মতানৈক্যকারীকে নিন্দা করা যাবে না। কভাবে নিন্দা করা হবে, যা সাহাবায়ে করোম থেকে বর্ণিত আছে। সাহাবায়ে করোম হচ্ছে— ইজতহিদরে উপযুক্ত ইমাম ও সুন্নাহর অনুসারী ও অনুসৃত ইমাম।

এ কারণে ইমাম আহমাদরে অভিমত হচ্ছে- ঈদরে নামাযরে অতিরিক্ত তাকবীরে ব্যাপারে সাহাবায়ে করোম থেকে যে সব অভিমত বর্ণিত আছে এর সবগুলোর উপর আমল করা জায়েয। তিনি বলেন: “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ তাকবীরে ব্যাপারে মতভেদে করছেন; এর প্রত্যেকেটি জায়েয।” [আল-ফুরু (৩/২০১) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন (রহঃ) প্রথম রাকাতে ৭ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাতে ৫ তাকবীর দ্বয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন: “যদি কটে এর ব্যতিক্রম কিছু করে যমেন- প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় রাকাতে ৫ টি করে তাকবীর দিয়ে কথিবা উভয় রাকাতে ৭ টি করে তাকবীর দিয়ে যতোবসোহাবীদরে থেকে বর্ণিত আছে তাহলে ইমাম আহমাদ বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীরা তাকবীরে ব্যাপারে মতভেদে করছেন এবং প্রত্যেকেটি জায়েয। অর্থাৎ ইমাম আহমাদ মনে করেন, এক্ষেত্রে বিষয়টি প্রশস্ত। যদি কটে উল্লেখিত পদ্ধতির বিপরীত কিছু করে যতোবসোহাবায়ে করোম থেকে বর্ণিত আছে তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম আহমাদরে মাযহাব হচ্ছে- যদি সলফে সালহীনগণ কোন মাসয়ালায় মতানৈক্য করেন এবং সংশ্লিষ্ট মাসয়ালায় অকাট্য কোন দলিল না থাকে তাহলে এক্ষেত্রে সবকটি অভিমতের উপর আমল করা জায়েয। কারণ তিনি সাহাবীদরে কথাকে মর্যাদা দতিনে এবং মূল্যায়ন করতেন। তিনি বলেন: যদি কোন অকাট্য দলিল না থাকে; যে দলিল সাহাবীদরে কোন উক্তি গ্রহণে প্রতিবন্ধক হয় না তাহলে সেক্ষেত্রে বিষয়টি প্রশস্ত। নঃসন্দেহে ইমাম যে পথ অনুসরণ করছেন সেটো উম্মতের ঐক্যের সবচেয়ে উত্তম পন্থা। কারণ কোন কোন ব্যক্তি যিসেব মাসয়ালায় ভিন্নমত প্রকাশ করার ও ইজতহিদ করার সুযোগ আছে সেসেব মতকে উম্মতের অনৈক্য ও বিভক্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। এমনকি কটে কটে তার মুসলিমি ভাইকে গোমরাহ বলতেও দ্বিধা করে না অথচ হতে পারে সে নজিহে গোমরাহ। এ যামানায় চরম আকার ধারণ করা সংকটগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। যদিও এ যামানাতো যুব সমাজের জাগরণ আশাব্যঞ্জক। এ ধরণের সংকট এ জাগরণকে নষ্ট করে দিতে পারে এবং বিচ্ছিন্নতার কারণে উম্মাহ আবার ঘুমিয়ে পড়তে পারে। কারণ কটে যদি তার মুসলিমি ভাই এর সাথে কোন ইজতহিদী মাসয়ালায় মতভেদে করে; যে মাসয়ালাতে কোন অকাট্য দলিল নেই; সে ব্যক্তি ঐ ভাই থেকে



দূরে সরে যায়, তাকে গালগিলাজ করে, তার সমালোচনা করে— এটি মুসবিত; এতে সবচেয়ে খুশি হয় এ জাগরণের শত্রুরা।

যদি কোন মাসালা ইজতহিদে উপযুক্ত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একে অপররে ওজর গ্রহণ করা উচিত। তবে, মুসলমান ভাইদে পরস্পরে মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনাত কোন বাধা নহে। আমি বলব: আল্লাহ তাআলা ইমাম আহমাদকে উত্তম প্রতদিন দনি; যিনি এ সুন্দর পথটি গ্রহণ করছেন: যখন সলফে সালহীন কোন মাসালায় মতানৈক্য করে এবং এ ক্ষেত্রে কোন অকাট্য দলিল না থাকে সেক্ষেত্রে বিষয়টি প্রশস্ত এবং সবগুলো অভিমতের উপর আমল করা জায়ে। [আল-শারহুল মুমতী (৫/১৩৫-১৩৮)]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম থেকে যে অভিমত বর্ণিত আছে সে অভিমতের উপর আমল করলে এতে কোন অসুবিধা নহে। যদিও উত্তম হচ্ছে— প্রথম রাকাত ৭ তাকবীর দাওয়া এবং দ্বিতীয় রাকাত ৫ তাকবীর।

তনি:

অন্তরগুলিকে এক সূতায় বাঁধে রাখা ও ঐক্যবদ্ধ থাকা কর্তব্য। ইসলামের এটি একটি মৌলিক নীতি। একটি সুন্নতের কারণে এ মূলনীতিকে ধ্বংস করা জায়ে হব না। কউ এ সুন্নত পালন না করলেও কোন অসুবিধা নহে। হ্যাঁ, আলোচনা, পর্যালোচনা ও সংলাপ করতে কোন অসুবিধা নহে যাত করে সুন্নাহর অধিকতর নকিটবর্তী উক্তিটি গ্রহণ করা যায়। কিন্তু, যদি দুই পক্ষের মধ্যে মতনৈক্য না ঘটে এবং প্রত্যকে দল মনে করে, তারাই হকের কাছাকাছি এবং তারা সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়ী ও ইমামদের অনুসরণ করছে সেক্ষেত্রে কর্তব্য হচ্ছে শহররে সকল মুসলমান একজন ইমামের ইমামতকে মনে নয়ো এবং বচ্ছিন্ন না হওয়া। কারণ তাদের এ বচ্ছিন্নতা শয়তানের পক্ষ থেকে এবং এতে তাদের শত্রুতা খুশি হয়।

ইতিপূর্বে 12585 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি ইমাম নামাযের মধ্যে এমন কোন আমল করে যা আমল করাটা মোক্‌তাদা শরিয়ত সম্মত মনে করে না; সেক্ষেত্রেও মোক্‌তাদার উপর ফরয ইমামের অনুসরণ করা; যহেতু মাসালাটি ইজতহিদী। এই ব্যক্তির যদি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কথিবা আবু মুসা আশআরী (রাঃ) কথিবা আবু মাসউদ আল-বদরী (রাঃ) এর মত মর্যাদাবান সাহাবায়ে কেরামের পছিনে নামায আদায় করতেন তখন তারা কি করতেন! এ সাহাবীরা প্রথম রাকাত ৩ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাত ৩ তাকবীর দিয়ে নামায পড়তেন। তারা কি এ মহান ইমামদের পছিনে নামায পড়া বর্জন করতেন? যাঁরা উম্মতের ইমাম, সবচেয়ে জ্ঞানী ও সর্বাধিক পবিত্র আত্মার অধিকারী?!